ডার্বির গুরুত্ব বুঝেছেন লাল-হলুদের পার্চে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : এর আগে সাইপ্রাসের ক্লাবে খেলার সময়ে প্রথম ম্যাচে মাঠে নেমেই তাঁর গোল ছিল। সেবার জিতেছিলেন। তাই আশা ছিল, এরকম কিছু এবারও ঘটবে। তবে এবারও জয় না এলেও সেই ফ্রাঞ্জো পার্চের গোলে প্রথম ম্যাচেই পয়েন্ট এসেছে এসসি ইস্টবেঙ্গলের খাতায়।

ডিফেন্সও সামাল দিয়েছেন যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে। এর সঙ্গে প্রথম ম্যাচেই গোল করে সমর্থকদেরও পছন্দের হয়ে উঠেছেন। স্বাভাবিকভাবেই এখন একমাত্র লক্ষ্য ডার্বিতে জয়। তবে সেটা যে সহজ নয়, সেটা ভালোই বুঝতে পারছেন। একসঙ্গে রয় কৃষ্ণা, হুগো বৌমৌস, লিস্টন কোলাসো, মনবীর সিংদের সামাল দেওয়া যথেষ্টই কঠিন যে কোনও ডিফেন্সের পক্ষেই। তাও সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটাতে বদ্ধপরিকর পার্চে। ২৭ নভেম্বরের মেগা ডার্বি প্রসঙ্গে বলছিলেন, 'এই ম্যাচটার গুরুত্ব কী, সেটা এতদিনে বুঝে গিয়েছি। প্রতিদিনই ম্যাচ দেখি। আর বিরতিতে ডার্বির নানা গল্প শুনছি। ওই ম্যাচে কীভাবে সমর্থকরা চিৎকার করে, সেসবও দেখছি। ভারতীয় ফুটবলাররা সকলেই নানা গল্প বলছে এই ম্যাচটা সম্পর্কে। ফলে ডার্বি সম্পর্কের গুরুত্ব সম্পর্কে অনেককিছু জেনে গিয়েছি এতদিনে।' এটিকে মোহনবাগান সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ, 'ওদের দলের আক্রমণভাগ দুর্দান্ত। আমাদের ডিফেন্সের পক্ষে ওরকম একটা অ্যাটাক লাইন সামলানো সহজ কাজ নয়। ম্যাচটা যথেষ্ট কঠিন হতে চলেছে। তবু আশা করছি, ম্যাচের পর আমরাই উৎসব পালন করতে পারব। এবং সমর্থকদের মুখে হাসি ফুটবে।'

এসসি ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণে ভরসা জোগাচ্ছেন ফ্রাঞ্জো পার্চে।

তবে প্রথম ম্যাচের নিরিখে যে প্রচুর উন্নতি দরকারও সেটাও জানেন লাল-হলুদের এই ফ্রোয়েশিয়ান ডিফেন্ডার। নিজেই সেই প্রসঙ্গ তোলেন, 'আমরা প্রথম ম্যাচে যা খেলেছি, তার থেকে অনেক উন্নতি করতে হবে। প্রত্যেকে কিছু না কিছু ভুল করেছি। আমাদেরও আরও কঠোর অনুশীলন করতে হবে। ফোকাস ঠিক রাখাটা খুব জরুরি। তবে আমরাও একশো শতাংশ দিতে তৈরি।' প্রথম ম্যাচেই গোল পেতে পারেন, এমনটা নাকি তিনি আগাম আন্দাজ করেছিলেন। কারণ এর আগেও তাঁর জীবনে একই ঘটনা ঘটেছে। নিজেই খোলসা করেন ব্যাপারটা, 'আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল, এখানে এসে প্রথম ম্যাচেই আমি গোল পেতে পারি। সাইপ্রাসের এসি ওমোনিয়াতেও একই ব্যাপার ঘটেছিল। তাই ম্যাচের আগেই মনের মধ্যে হচ্ছিল যে আমি হয়ত গোল পাব। তবে ওখানে ম্যাচটা আমরা ১-০ জিতেছিলাম। কিন্তু এখানে দুর্ভাগ্যজনকভাবে ম্যাচটা ড্র করে ফিরতে হল।'

তবে এসব নিয়ে ভেবে আর সময় নষ্ট করতে রাজি নন পার্চে। এখন গোটা দলের মতো, তাঁরও একটাই লক্ষ্য, ডার্বি জিতে সমর্থকদের খুশি করা।

ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্সকে গুরুত্ব দিচ্ছেন রয় কৃষ্ণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : লাল হলুদের ডিফেন্সকে যেমন গুরুত্ব দিচ্ছেন, একইভাবে গোলে অরিন্দমের থাকা অ্যাডভান্টেজ বলে মনে করছেন রয় কৃষ্ণা।

এদেশে আসার পর থেকেই এই ডার্বির কথা শুনে এসেছেন তিনি। আর গত মরশুমে শুধু খেলা নয়, গোল করারও সৌভাগ্য হয়েছে ফিজিয়ান তারকার। জানেন, এবারও তাঁর দিকেই তাকিয়ে সবুজ মেরুন সমর্থকরা। এমনতিই মেরিনার্সরা এখন একটু অভিমান করে বসে আছেন কর্তৃপক্ষের উপরে। এই সম্মানের ম্যাচে না জিততে পারলে সেই ক্ষোভ-অভিমান সব আরও বাড়বে। দুই ডার্বিতেই গত মরশুমে গোল করা বাগান স্ট্রাইকার জানালেন, 'আমার দলের জয়ই বড় ব্যাপার। সেটা আমার গোলে হোক কী, কাউকে বল বাড়িয়ে হোক। এমনকি ডিফেন্স করেও যদি জেতাতে পারি, তাতেও আপত্তি নেই। ব্যক্তিগতভাবে গোলের সংখ্যা বাড়ানোর একটা চ্যালেঞ্জ নিজের কাছে থাকেই।' এমনিতেই কাগজে কলমে এগিয়ে এটিকে মোহনবাগানই, তবু ডার্বিতে আগাম কিছু বলা মুশকিল বলেই হয়তো প্রতিপক্ষকে খাটো করে দেখতে নারাজ দলের এক নম্বর স্ট্রাইকার। এসসি ইস্টবেঙ্গল সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ, 'আমি ওদের প্রথম ম্যাচটা দেখেছি। যথেষ্ট ভালো দল। বিশেষত ব্যাকলাইনকে দূর্ভেদ্য লেগেছে এবার। গোলে গত মরশুমের সেরা অরিন্দম ভট্টাচার্যের থাকাটাও ওদের অ্যাডভান্টেজ।'

এটিকে মোহনবাগানকে গোল এনে দিতে তৈরি হচ্ছেন রয় কৃষ্ণা। বুধবার।

তাঁর এবং হুগো বৌমৌসের জুটি এখন ভারতীয় ফুটবলে সবেথেকে চর্চিত বিষয়। এই বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে কৃষ্ণার মন্তব্য, 'হুগো একজন ভালো প্লে-মেকার। ফলে ও আমাদের জন্য প্রচুর সুযোগ তৈরি করে দেয়। ওর টাচগুলোও অসাধারণ। যা থেকে ওর কেরালা ম্যাচে দুটো গোল এসেছে। ওর সঙ্গে খেলাটা উপভোগ করছি। মাঠে আরও কিছু উপভোগ্য মুহূর্ত তৈরি করার দিকে তাকিয়ে আছি।' তাঁর জন্য ম্যান মার্কিং থাকাটাই স্বাভাবিক।

এখন কিন্তু বাগানে হুগো, লিস্টন কোলাসো, মনবীর সিংদের মতো একাধিক আক্রমণাত্মক ফুটবলার থাকায় প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডাররা দিশেহারা কাকে ছেড়ে কাকে ধরবেন, তা নিয়ে। এতে তাঁর উপর থেকে চাপ কমে যাচ্ছে কিনা জানতে চাওয়া হলে বলেন, 'এখন প্রতিপক্ষের কাছে আমাদের অ্যাটাক লাইনকে আটকানো চ্যালেঞ্জ। তার মানে এই নয় যে, আমার চাপটা সরে গিয়েছে। যে সুযোগই আসবে তা কাজে লাগানো।' তবে এতকিছুর পরেও তিনি মনে করেন, কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচে তাঁদের কিছু ভুলত্রুটি হয়েছে। যা শুধরে নিয়েই ডার্বিতে নামতে হবে। বিশেষকরে দ্বিতীয়ার্ধে মনসংযোগ হারানো মেনে নিতে পারছেন না। কোচ যে তাঁদের মনসংযোগ ধরে রেখে লক্ষ্যে স্থির থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, সেটাও জানালেন বাগানের কৃষ্ণা।

জিতে শিল্ড শুরু রিয়াল কাশ্মীরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : জয় দিয়ে আইএফএ শিল্ড অভিযান শুরু করল রিয়াল কাশ্মীর। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে ইন্ডিয়ান অ্যারোজকে ৩-০ গোলে হারাল গতবারের চ্যাম্পিয়নরা।

ম্যাচের ২৫ মিনিটে ফ্রান গঞ্জালেস মুনোজের গোলে এগিয়ে যায় স্নো লেপার্ডরা। পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে প্রতেশ শিরোদকার ২-০ করেন। দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান বাড়ান থোই সিং। জয় দিয়ে শুরু করতে পেরে খুশি রিয়াল কাশ্মীর কোচ ডেভিড রবার্টসন। ম্যাচের সেরা ফ্রান গঞ্জালেসের কথায়, 'ইন্ডিয়ান অ্যারোজ লড়াকু দল। জয়ের জন্য আমরা শুরু থেকে ঝাঁপিয়েছিলাম। গতবার এখান থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফিরেছিলাম। এবারও শিরোপা ধরে রাখার ব্যাপারে আমরা আশাবাদী।'

জিতলে না পারলেও দলের খেলায় হতাশ নন ইন্ডিয়ান অ্যারোজ কোচ সম্মুগম ভেঙ্কটেশ। তিনি বলেন, 'শিল্ড আমাদের কাছে আই লিগের প্রস্তুতি টুর্নামেন্ট। টুর্নামেন্টে নামার আগে আমরা দুই-একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছি। দলের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব আছে। আশা করছি ভুলত্রুটি শুধরে পরের ম্যাচে আমরা ঘুরে দাঁড়াব।'

গোলের পর ফ্রান গঞ্জালেজ মুনোজ।

শিল্ডের উদ্বোধনী ম্যাচ বলে এদিন ইস্টবেঙ্গল মাঠে হাজির ছিলেন বেশ কিছু ফুটবলপ্রেমী। ছিলেন আইএফএ-র চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত, সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সচিব জয়দীপ মুখোপাধ্যায় সহ ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কর্তারা। বিরতিতে প্রয়াত প্রাক্তন ফিফা রেফারি সুধীন চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণে এক মিনিটের নীরবতা পালন করা হয়। তবে দর্শকদের উৎসাহ থাকলেও শিল্ডের আয়োজক হিসেবে শুরুতেই হোঁচট খেল আইএফএ। সম্প্রচার-বিভ্রাটে টিভিতে খেলা দেখা থেকে বঞ্চিত হলেন ফুটবলপ্রেমীরা।

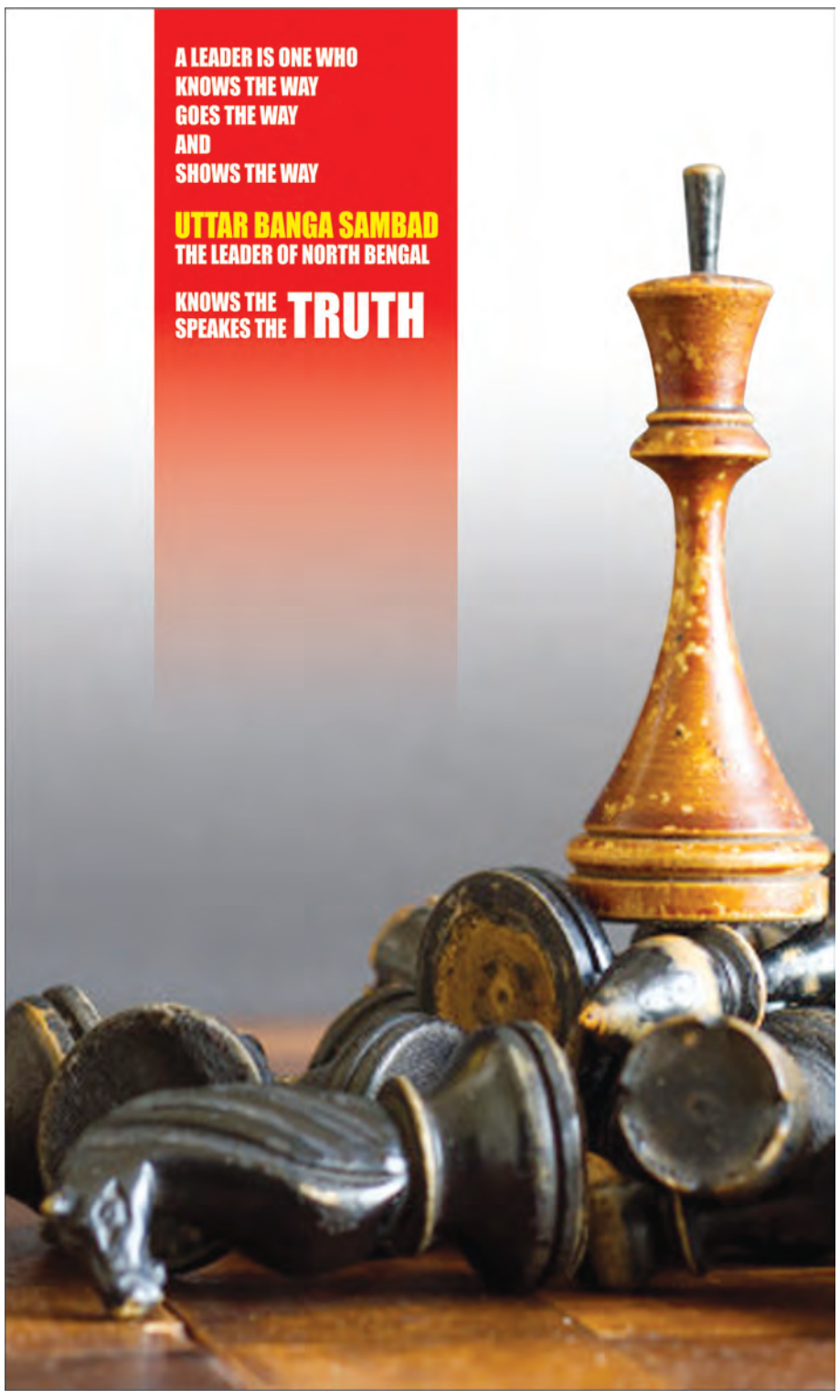

সন্তোষ ট্রফি

জয়ের লক্ষ্যে নামছে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : সন্তোষ ট্রফির মূলপর্ব নিশ্চিত করতে বৃহস্পতিবার কল্যাণী স্টেডিয়ামে সিকিমের বিরুদ্ধে নামছে বাংলা। বাংলার মতো উত্তর-পূর্বের রাজ্যটিও ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে ২-০ ব্যবধানে জিতেছে। তাই জিতে পরের পর্বে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে দুই দলের সামনেই। তবে প্রতিপক্ষকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে নারাজ বাংলা কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, 'আমরা নিজেদের শক্তি অনুযায়ী খেলতে পারলে অন্তত ৩ গোলে জেতা উচিত। ছেলেদের বলেছি, চাপ না নিয়ে মাঠে স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে। আশা করছি পরের পর্বে যেতে কোনও সমস্যা হবে না।'

মঙ্গলবার কল্যাণী স্টেডিয়ামে বসে সিকিমের ম্যাচ দেখেছেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বললেন, 'সিকিম দলটা টেকনিক্যালি ভালো, গতিও আছে। তবে ফুটবলারদের মানে বাংলা এগিয়ে।' অনভিজ্ঞতার জন্য ফুটবলাররা শেষ ম্যাচে বেশ কিছু সুযোগ নষ্ট করেছিল বলে মনে করছেন তিনি। তবে সিকিম ম্যাচে সেসব সমস্যা কাটিয়ে ওঠার বিষয়ে আশাবাদী ময়দানের এই পোড়খাওয়া কোচ। ছত্তিশগড়ের মতো সিকিম ম্যাচেও শুরুতে লিড নেওয়ার ওপর জোর দিচ্ছে বাংলা। সূত্রের খবর, ডু অর ডাই ম্যাচে দলকে উৎসাহ দিতে কল্যাণীতে উপস্থিত থাকবেন সচিব জয়দীপ মুখোপাধ্যায় সহ একঝাঁক আইএফএ কর্তা।

মহমেডানে সভাপতি বদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : কলকাতা লিগ জয়ের এক সপ্তাহ হয়নি। এরমধ্যে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবে বদলে গেল সভাপতির মুখ। গুলাম আশরফের পরিবর্তে ক্লাবের সভাপতির পদে ফিরিয়ে আনা হল পুরোনো মুখ আমিরুদ্দিন ববিকে। বুধবার ক্লাব তাঁবুতে সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর নাম ঘোষণা করেন মহমেডানের সিনিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট মহম্মদ কামারুদ্দিন। ছিলেন সচিব দানিশ ইকবালও। এদিকে, ১ ডিসেম্বর নিজেদের মাঠে লিগ জয়ের উৎসব সারতে চলেছে মহমেডান স্পোর্টিং। আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। অনুষ্ঠানে হাজির থাকবেন ১৯৮১ থেকে ২০২১ সময় পর্যন্ত মহমেডানে খেলা ফুটবলার ও কোচেরা। থাকবেন সাবির আলি, ভিক্টর অমলরাজ, আকবরের মতো প্রাক্তনীরা।

সন্তুদের সংবর্ধনা

জলপাইগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ক্রীড়া ক্ষেত্রে সাংগঠনিক দক্ষতার জন্য প্রাক্তন খেলোয়াড় সন্তু চট্টোপাধ্যায়, ভোলা মণ্ডল ও অলোক সরকারকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। সচিব কুমার দত্ত জানান, সংবর্ধিত করা হবে তাদের সংস্থার কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্যদেরও।

জিতল ঐক্য

রায়গঞ্জ, ২৪ নভেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট লিগে বুধবার ঐক্য সম্মিলনী ১ উইকেটে জিতেছে রয়্যাল যুব সংঘের বিরুদ্ধে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে টসে জিতে রয়্যাল ৩০.১ ওভারে ১৪২ রানে অলআউট হয়। সজল হালদার ৩৫ ও বিশ্বরূপ রক্ষিত ১৮ রান করেন। সৌগত সিং ১৫ ও শিবশংকর গুপ্ত ২৬ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে ঐক্য ৩৫.১ ওভারে ৯ উইকেটে ১৪৩ রান তুলে নেয়। সাগর সামন্ত ৩১ ও শিবশংকর ২৩ রান রেখে এসেছেন। প্রিন্স সাহা ২৭ রানে ফেলে দেন ৫ উইকেট। ভালো বোলিং করেছেন সজল হালদারও (৪০/২)। বৃহস্পতিবার খেলবে অশোকপল্লি স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস ও আইডলস ক্রিকেট ক্লাব।

জলপাইগুড়ি টাউন জয়ী

আলিপুরদুয়ার, ২৪ নভেম্বর : ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমির উদ্যোগে ও আলিপুরদুয়ার টাউন ক্লাবের সহযোগিতায় আয়োজিত ডুয়ার্স কাপ অনূর্ধ্ব-১৯ টি২০ লিগ ক্রিকেটে বুধবার জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাব ৮ উইকেটে হারিয়েছে বিজয় স্পোর্টস ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। টসে জিতে বিজয় ১৪.৩ ওভারে ৩৫ রানে গুটিয়ে যায়। তাদের সর্বোচ্চ ১৩ রান ভাস্কর দাসের। ম্যাচের সেরা প্রিয়াংশু দাস ৭ রানে নিয়েছে ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেছে পাপ্পু সাহাও (২/২)। জবাবে জলপাইগুড়ি টাউন ৪.১ ওভারে ২ উইকেটে ৩৬ রান তুলে নেয়। শীর্ষ সরকারের অবদান ২৩ রান। শুভঙ্কর বিশ্বাস ১২ রানে ২ উইকেট নেয়।

ফাইনালে পোয়ারগাঁও

মাদারিহাট, ২৪ নভেম্বর : টোটোপাড়া পাইকিংশা ক্লাবের দিওয়ালি ক্যাশ রিওয়ার্ডিং ফুটবলে ফাইনালে উঠল টোটোপাড়া পোয়ারগাঁও ইউনাইটেড। টোটোপাড়া হাইস্কুল মাঠে বুধবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৩ গোলে হারিয়েছে জয়গাঁর খোকলা ইয়ং স্টার বয়েজ ক্লাবকে। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ছিল ১-১। পোয়ারগাঁওয়ের নাইজিরিয়ান ফ্রাঙ্কো গোল করেন। খোকলার গোলটি সানি লামার। রবিবার ফাইনালে পোয়ারগাঁও খেলবে মহাকালগুড়ি মুসা ক্লাবের সঙ্গে।

হান্টাপাড়া প্রিমিয়ার লিগ ফুটবল শুরু

মাদারিহাট, ২৪ নভেম্বর : হান্টাপাড়া মচু খেস স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় ৬ দলীয় হান্টাপাড়া প্রিমিয়ার লিগ ফুটবল বুধবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে দেওধারি স্পোর্টিং ক্লাব ৩-১ গোলে হারিয়েছে মুজনাই চা বাগানকে। সুগ্রীব বসুমাতা জোড়া গোল করেন। তাদের অন্য গোলটি ঋষভ শর্মার। মুজনাইয়ের গোলস্কোরার রিতেশ ওরাওঁ। বৃহস্পতিবার খেলবে হান্টাপাড়া বি বাড়ি ও প্রগতি সংঘ।

জয়ী দক্ষিণ দিনাজপুর

বালুরঘাট, ২৪ নভেম্বর : সিএবি-র আন্তঃজেলা টি২০ ক্রিকেটে দ্বিতীয় ম্যাচেও জয় পেল ডেয়ারডেভিল দক্ষিণ দিনাজপুর। বুধবার কল্যাণীতে তারা ৫ উইকেটে বাঁকুড়া হর্সেসকে হারিয়েছে। প্রথমে বাঁকুড়া ৯ উইকেটে ১১৩ রান করে। শুভদীপ মণ্ডল ৪২ রান করেন। সুমিত মহন্ত ও গৌতম রায় ১৩ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে দক্ষিণ দিনাজপুর ১৯.১ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৪ রান তুলে নেয়। প্রদুন্য সরকার ৪০ ও ঋক দাস ২৬ রান রেখে এসেছেন। সুদীপ্ত সহিস ১২ রানে নেন ২ উইকেট। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ দিনাজপুর খেলবে বীরভূমের সঙ্গে।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন : ২২৪৩-৫৬৬৩, ২২১০-১৮২০/১২০১, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৪৩-৫৬১৮, ২৪১৯২৩৫৮। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা- ৭৩২১০১, হোয়াটসঅ্যাপ : ৮৫৮৪৮৮৩২৫৯, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫১৩৪৪০১, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।
Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com uttarbanga@indiatimes.com Website : http://www.uttarbangasambad.in